বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম।

নং-১৮.১৬.০০০০.৩৫২.০৬.০১৫.২০

তারিখ: ০৮ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।
২৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.।

গত ২৩-১২-২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম. পি এর সভাপতিত্বে ২৩-১২-২০২০ তারিখ রোজ বুধবার বেলা ১১-০০ ঘটিকায় অনলাইনে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ৪৩তম (২০১৯-২০ অর্থ বছরের) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ - জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সদস্য, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ; কমডোর সুমন মাহমুদ সাব্বির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসসি, জনাব মো: আবদুর রহিম খান, যুগ্ম-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনাব কাজী মোহাম্মদ শফিউল আলম, নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), বিএসসি, ড. পীযূষ দত্ত, নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্য); জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ, নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) এবং ড. মো: আবদুর রহমান, স্বতন্ত্র পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ারহোল্ডার ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনলাইনে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব জনাব খালেদ মাহমুদ সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

বিএসসির সচিব সভায় অবহিত করেন যে, বিশ্বব্যাপী চলমান কোভিড-১৯ সংকটের কারণে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক অনলাইনে আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের অনলাইনে সভায় অংশগ্রহণ ও আলোচ্যসূচীসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে ভোটদানের জন্য বিএসসির ওয়েবসাইটে (www.bsc.gov.bd) প্রয়োজনীয় লিংক দেয়া হয়েছে যা সভার ৮(আট) দিন পূর্বে গত ১৫/১২/২০২০ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয়েছে। সভা শুরুর ২৪ ঘন্টা পূর্ব থেকে শেয়ারহোল্ডারগণ উক্ত লিংক এর মাধ্যমে আলোচ্যসূচীতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ অনুমোদনের বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে তাঁর মতামত ভোটের মাধ্যমে প্রদান করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ কমেন্ট বক্স এ প্রদান করেছেন।

সভায় উপস্থিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' ও 'খ'-তে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও তর্জমার মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও তর্জমার পর বিএসসির সভাপতি মহোদয় স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন।

সভাপতি মহোদয় তাঁর স্বাগত বক্তব্যের শুরুতে পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ, বিএসসির কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শহীদ জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০লক্ষ শহীদসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ যাঁদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সভাপতি বলেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৭২ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক নৌ সেক্টরে বাংলাদেশের অবস্থান সুনিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধুর সুচিন্তিত পরিকল্পনাতেই বিএসসির বহরে ৩৮টি জাহাজ যুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে, বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বরণের পর বিএসসি একটি মৃতপ্রায় সংস্থার রুপ লাভ করেছিল। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ২৭ বছর পর বিএসসির বহরে নতুন ০৬টি জাহাজ যুক্ত হয়েছে। এছাড়া, বিএসসির জন্য ধারাবাহিকভাবে আরো জাহাজ সংগ্রহের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে বিএসসি আবার জাতির পিতার স্বপ্নের নৌ-সেক্টর গড়ার পথে একধাপ এগিয়ে গিয়েছে।

সভাপতি সভায় বর্তমান সরকারের দেশব্যাপি সার্বিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনের জন্য রুপরেখা হিসেবে ''রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১'' বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। সে লক্ষ্যে সারা দেশের জন্য সুষম উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সারা দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি আধুনিক বন্দরে রুপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়াও সরকার মংলা বন্দরের কার্যক্রমে গতিশীলতা নিয়ে এসেছে যার ফলে গত অক্টোবর মাসে রেকর্ড পরিমান জাহাজ মংলা বন্দরে এসেছে এবং দেশের তৃতীয় বন্দর হিসেবে পায়রা বন্দর নির্মান করা হয়েছে। তিনটি বন্দরের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনটি বন্দর ছাড়াও সরকার গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প (রামপাল, মহেষখালী, পায়রা) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনের জন্য সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হচ্ছে। উক্ত কয়লা, এলএনজি এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিবহন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও আর্থিকভাবে লাভজনক বিবেচনায় বিএসসির জন্য বিভিন্ন সাইজ ও ধরণের জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামীতে বিএসসি বিশ্বের নেতৃত্বদানকারী শিপিং কোম্পানিতে পরিণত হবে এবং বিশ্বের বৃহৎ শিপিং কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করবে। তাছাড়া, ঢাকায় নির্মিত 'বিএসসি টাওয়ার' বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দেয়া হয়েছে যা থেকে অর্জিত আয় বিএসসির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসসির সুনাম অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, একসময় বিএসসি তথা দেশের জন্য জাহাজ অর্জনে বৈদেশিক সহায়তার উপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু, বর্তমান সরকারের সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে এখন নিজস্ব অর্থায়নে জাহাজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছে। তিনি বলেন, অনেকে মনে করেছিল বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পারবে না। কিন্তু বর্তমান সরকার দেশের জনগণের আশা পূরণে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করায় সকল ষড়যন্ত্রের জবাব প্রদান করেছে। তিনি বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন যাঁর মহাপ্রয়াণের পর বাংলার মানুষের মুক্তি ও উন্নয়নের স্বপ্ন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পর, বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা দূরদর্শী সব কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করছেন।

সভাপতি শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করেন যে, বিএসসির উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএসসির লাভ হয়েছে ৪১.৪৭ কোটি টাকা। বিএসসির জন্য সরকারের গৃহীত অন্যান্য প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামীতে এ আয় আরো বৃদ্ধি পাবে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের লাভের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা পর্ষদের ৩০৬তম সভায় শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০% নগদ লভ্যাংশ (ক্যাশ ডিভিডেন্ড) ঘোষণার সুপারিশ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বাণিজ্যিক কার্যক্রম ছাড়াও সরকারি সংস্থা হিসেবে জাতীয় স্বার্থে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের স্বার্থের প্রয়োজনে প্রচলিত অপ্রচলিত পণ্য পরিবহণ করাসহ অলাভজনক রুটেও জাহাজ পরিচালনা করে থাকে। মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএসসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএসসির জাহাজে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের প্রতি বছর প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের ব্যবস্থা করছে। তাছাড়া এ সংস্থার জাহাজে বিগত চার-পাঁচ বছর যাবত মেরিন একাডেমির মহিলা ক্যাডেটদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যারা দেশি-বিদেশি জাহাজে যোগদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দেশের সুনাম অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিএসসির জাহাজবহর বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বহন করে দেশের পরিচিতি ও ভাবমূর্তি বিদেশে সমুজ্জ্বল ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসসি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই জাতীয় স্বার্থেই বিএসসির উত্তরোত্তর উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে, তিনি বিএসসির শেয়ারহোল্ডারদেরকে বিএসসির উপর আস্থা রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান এবং বিএসসির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, জাহাজি কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ এবং এর কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। জাতীয় পতাকাবাহী এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করে সকল সম্মানিত উপস্থিতিকে এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

অত:পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে বলেন:-

''স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে সদ্য স্বাধীন দেশে নিরাপদ ও দক্ষ নৌ সেক্টরের স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দেয়ার জন্য ১৯৭২ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি'র ১০নং আদেশ বলে জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি আজ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। জাতীয় পতাকাবাহী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসসি জন্মলগ্ন থেকে পন্য, খাদ্য ও জ্বালানী পরিবহনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের খাদ্য ও জ্বালানী নিরাপত্তা ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এছাড়াও মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন যথেষ্ট ভূমিকা রেখে আসছে। আপনারা জানেন বিশ্বব্যাপী শিপিং ব্যবসায় প্রতিকূল অবস্থা ও স্বল্প সংখ্যক জাহাজবহর দিয়ে সীমিতভাবে বিএসসি বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উপরন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বের বাণিজ্য ব্যবস্থায় স্থবিরতা সত্বেও বিএসসি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪১.৪৭ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিএসসি বর্তমান সরকারের সুযোগ্য দিক নির্দেশনা ও সক্রিয় সহযোগিতায় সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী, এসডিজি গোলস এবং ব্লু-ইকোনমির ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ এবং রুপকল্প-২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসসিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক শিপিং সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মিশ্র বাণিজ্যিক জাহাজ বহর সৃষ্টিসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছেন চীনের বৈদেশিক ঋণ সহায়তায় ৬টি নতুন জাহাজ বিএসসির বহরে যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি সরকার বিএসসির জন্য আরো ৬টি জাহাজ ক্রয়ের একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। উক্ত জাহাজগুলো বিএসসির বহরে যুক্ত হলে বিএসসি মিশ্র বাণিজ্যিক জাহাজ বহর সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে মুখ্য শিপিং কোম্পানীতে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিএসসি আরো ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়া, শেয়ারহোল্ডারদের অর্থায়নে ঢাকার প্রানকেন্দ্র রাজউক এভিনিউতে কর্পোরেশনের ২৫তলা বাণিজ্যিক ভবন গত ১৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন এবং অধিকাংশ ফ্লোর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বিএসসির বর্তমান গতিশীল উন্নয়নে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর পক্ষ থেকে সব ধরণের সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে। বিএসসির সার্বিক উন্নয়নে মাননীয় নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিক এবং তাঁর সার্বিক নির্দেশনায় মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এবং বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ এর চেয়ারম্যান আজকের সভায় সভাপতি হিসেবে তাঁর স্বাগত ভাষণে বিএসসি'র কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নকল্পে যে সুচিন্তিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করলেন, তা আমাদের সবার মাঝে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।''

পরবর্তীতে, তিঁনি বিএসসির উন্নয়নে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠ :-

সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং সভার আলোচ্য সূচি পাঠ করেন এবং সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের নিমিত্তে সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচী ১ :- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ :-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব বলেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক জারীকৃত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অনুযায়ী সংস্থার স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা হবে মোট পরিচালক সংখ্যার ন্যূনতম এক-পঞ্চমাংশ। কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড এর উক্ত শর্ত মোতাবেক গত ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ৩০৬তম সভায় প্রফেসর এম. শাহজাহান মিনা, ভাইস চ্যান্সেলর, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ও ড. মো. আব্দুর রহমান, প্রফেসর, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় - কে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগের অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়।	অনলাইনে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটের অধিকাংশ ভোট পক্ষে থাকায় প্রফেসর এম. শাহজাহান মিনা ও ড. মো. আব্দুর রহমান - কে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী ২ :- বিগত ২৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ :-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব বলেন গত ২৪-১১-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসসির ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের শেয়ারহোল্ডারদের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিএসসির ওয়েবসাইটে এবং একইসাথে এ ব্যাপারে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, তিনি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের সম্মতির জন্য সভায় অনলাইনে শেয়ারহোল্ডারদের আহবান জানান।	অনলাইনে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটের অধিকাংশ ভোট পক্ষে থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৪-১১-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচী ৩ ও ৪ :- বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদ এর প্রতিবেদন ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপন :-

সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর সুমন মাহমুদ সাব্বির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রথমেই তিনি মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশনায় ১৯৭২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০নং আদেশে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিঁনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বর্তমান বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেল ও ব্লু-ইকোনমির স্বপ্নদ্রষ্টা জননেত্রি শেখ হাসিনাকে যার ঐকান্তি প্রচেষ্টায় বিএসসি নতুন করে জাগ্রত হচ্ছে। তিঁনি বিজয়ের মাসে স্বশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধদের। তিনি আরো শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করেন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সে সকল প্রিয় সহকর্মী ও সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগনকে, যাঁরা ইতোমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি এ বিশেষ দিনে মহান আল্লাহ তালার নিকট তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি আরও স্মরণ করেন বিগত দিনে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগনকে যাঁদের আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠ কর্মকান্ড সর্বদাই কর্পোরেশনের উন্নয়নে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি নিবেদিত সে সকল পূর্বসূরিদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়, নিট লাভ ও লভ্যাংশ ঘোষণা :-

(ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএসসির আয় ৩২২.৮৪ কোটি টাকা এবং ব্যয় ২৪৫.৩৬ কোটি টাকা। আলোচ্য অর্থ বছরে কর সমন্বয় করে সংস্থার লাভ হয়েছে ৪১.৪৭ কোটি টাকা।

(খ) গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএসসির মোট আয় হয়েছিল ২২২.৯৮ কোটি টাকা ও ব্যয় হয়েছিল ১৮৫.১০ কোটি টাকা অর্থাৎ কর সমন্বয়ের পর Restated নীট মুনাফা হয়েছিল ১৭.৫১ কোটি টাকা। গত বছর থেকে এ বছর আমাদের নীট আয় বেড়েছে ২৩.৯৬ কোটি টাকা। বৈশ্বিক মন্দা ও করোনাকালীন পরিস্থিতিতেও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সুনির্দিষ্ট ও সাহসী দিক নির্দেশনায় এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

(গ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সরকারসহ সকলশেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০% হারে নগদ লভ্যাংশ (ক্যাশ ডিভিডেন্ট) প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন।

মূলধন:-

গত ৩০ জুন ২০২০ তারিখে কর্পোরেশনের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৫২,৫৩,৫০,৪০০.০০ (একশত বায়ান্ন কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চার শত) টাকা। তন্মধ্যে সরকারের শেয়ারের পরিমাণ ৭৯,৪৬,৩৪,৪০০.০০(উনআশি কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চার শত) এবং বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের পরিমাণ ৭৩,০৭,১৬,০০০.০০(তিয়াত্তর কোটি সাত লক্ষ ষোলো হাজার টাকা)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শেয়ারের সংখ্যা ৭,৯৪,৬৩,৪৪০টি (সাত কোটি চুরানব্বই লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত চল্লিশ) যা মোট শেয়ার সংখ্যার ৫২.১০ শতাংশ এবং বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের সংখ্যা ৭,৩০,৭১,৬০০টি (সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজর ছয়শত) যা মোট শেয়ার সংখ্যার ৪৭.৯০ শতাংশ।

সম্পদ ও দায়:-

২০১৯-২০ অর্থ বছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী বিএসসির মোট সম্পদের পরিমাণ ২,৭০৯.২৪ কোটি টাকা এবং মোট বহি: দেনার পরিমাণ ১,৮৫৪.৫৪ কোটি টাকা। নিরীক্ষিত হিসাবের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে বলে জানান।

লোকবল:-

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের শোর এষ্টাব্লিশমেন্টে (অফিসে) অনুমোদিত জনবল ১৫২১ জন (কর্মকর্তা ২১৭ জন কর্মচারী ১৩০৪ জন)। ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে কর্পোরেশনের শোর এষ্টাব্লিশমেন্টে (অফিসে) কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৫৬ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১৭৫ জন অর্থাৎ সর্বমোট ২৩১ জন। এছাড়া এফ্লোট এষ্টাব্লিশমেন্টে (জাহাজে) কর্মরত অফিসারের সংখ্যা ছিল ১০৬ জন ও নাবিক ১৫২ জন অর্থাৎ সর্বমোট ২৫৮ জন।

এছাড়া, সমুদ্র পরিবহনে বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থ রক্ষার্থে সম্প্রতি মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ পাশ হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি তিনি বিএসসি পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উন্নয়ন প্রকল্প:-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকারের সুযোগ্য দিক নির্দেশনা ও সক্রিয় সহযোগিতায় বিএসসি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী এবং ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব মানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক শিপিং সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মিশ্র বাণিজ্যিক জাহাজ বহর সৃষ্টিসহ আনুষাঙ্গিক নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চীন সরকারের অর্থায়নে ৬টি (৩টি প্রোডাক্ট অয়েল ও ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার) জাহাজ ক্রয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত জাহাজসমূহ বিএসসির বহরে সংযোজন করা হয়েছে এবং বাণিজ্যে নিয়োজিত করা হয়েছে।

রামপাল, পায়রা ও মাতারবাড়ীতে তিনটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা বিদেশ হতে আমদানী করা হবে। দেশের জ্বালানী নিরাপত্তার স্বার্থে কয়লা পরিবহনের Uninterrupted supply chain গড়ে তোলার জন্য ৮০ হাজার টনের ২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার ক্রয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ইস্টার্ন রিফাইনারি লিঃ এর ক্রুড অয়েল পরিশোধন ক্ষমতা ভবিষ্যতে দ্বিগুণ হবে। সমস্ত ক্রুড অয়েল বিএসসি'র নিজস্ব জাহাজের মাধ্যমে পরিবহনের জন্য নতুন প্রতিটি ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ২ (দুই) টি নতুন মাদার ট্যাংকার ক্রয় সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) বিদেশী জাহাজের মাধ্যমে প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ডিজেল অয়েল এবং ৪ লক্ষ টন জেট ফুয়েল আমদানী করে। বিপিসি এর চাহিদাকে সামনে রেখে আমদানিকৃত ডিজেল ও জেট ফুয়েল পরিবহনের জন্য ২ (দুই)টি ৮০,০০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার সংগ্রহের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জাহাজ ক্রয়ের প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

দেশের গ্যাস সংকট নিরসনের জন্য তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে দুইটি FSRU (Floating Storage Regasification Unit) টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে, যা দেশের জাতীয় গ্যাস গ্রীডের সাথে যুক্ত। দেশের গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এলএনজি আমদানির জন্য বিএসসি বহরে মোট ০৬টি এলএনজি ভেসেল যুক্ত করার প্রাথমিক পরিকল্পনা ইতোমধ্যে গ্রহন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, RPO (Repeat Public Offer) এর মাধ্যমে শেয়ারবাজার হতে সংগৃহীত হয়েছিল ৩১৩.৭০ কোটি টাকা। বিগত ২৬ জুন ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনক্রমে RPO এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ হতে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৩.৪৩ কোটি টাকা। এ ব্যয়ের মধ্যে ঢাকাস্থ ২৫তলা ভবন নির্মাণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৫৯.৩৫ কোটি টাকা, শেয়ার বাজারজাতকরণ খাতে ব্যয় ১৭.৯৩ কোটি টাকা এবং চীন সরকারের অর্থায়নে ৬টি জাহাজ ক্রয় খাতে ব্যয় হয়েছে ১৬.১৫ কোটি টাকা। RPO ফান্ডের বর্তমান স্থিতি প্রায় ২২০.২৭ কোটি টাকা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, জাতির পিতার আদর্শে, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শেয়ারহোল্ডারদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আজ নতুন উদ্যমে ঘুরে দাড়ানোর প্রত্যয়ে ফলপ্রসু ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ বিএসসি অচিরেই সমুদ্র পরিবহনে জনগণ ও সরকারের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। সে যাত্রায় সকলের অব্যাহত সমর্থন, সহযোগিতা এবং পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে, তিনি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিএডিসি, বিসিআইসি, বিপিসি, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, শুল্ক কর্তৃপক্ষসহ আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক, বিএসসির সাথে সম্পৃক্ত ব্যাংকসমূহ, সকল এজেন্ট এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহকে তাদের সহায়তা ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

আলোচ্যসূচি ৩ এবং ৪:- পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব ও বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন:-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সংস্থার সচিব ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন।	অনলাইনে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটের অধিকাংশ ভোট পক্ষে থাকায় বিএসসির ২০১৯-২০ অর্থ বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৫:- ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগঃ-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সংস্থার সচিব উল্লেখ করেন যে, গত ১০-১১-২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৩০৬তম সভায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী উক্ত সংস্থার তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক ১। Ahmed Zaker & Co; Chartered Accountants এবং ২। Islam Quazi Shafique & Co; Chartered Accountants প্রত্যেককে ৮৭,৫০০/- টাকা ফি'তে অর্থাৎ মোট ১,৭৫,০০০/- টাকা ফি-তে বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়।	অনলাইনে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটের অধিকাংশ ভোট পক্ষে থাকায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী উক্ত সংস্থার তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক ১। Ahmed Zaker & Co; Chartered Accountants এবং ২। Islam Quazi Shafique & Co; Chartered Accountants প্রত্যেককে ৮৭,৫০০/- টাকা ফি'তে অর্থাৎ মোট ১,৭৫,০০০/- টাকা ফি-তে বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক হিসেবে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার নিমিত্ত নিয়োগের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৬- কর্পোরেট গভর্নেন্স কম্প্লায়েন্স সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট/ চার্টার্ড সেক্রেটারি নিয়োগ :-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সংস্থার সচিব সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক ব্যতীত একজন প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট/ চার্টার্ড সেক্রেটারি-র নিকট হতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা এবং কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড পরিপালন সংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয়। সে প্রেক্ষিতে, তিনি গত ১০-১১-২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৩০৬তম সভার অনুমোদনক্রমে ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্পোরেট গভর্নেন্স কম্প্লায়েন্স সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য মেসার্স এস.এ.রশিদ এন্ড এসোসিয়েটস-এর প্র্যাকটিশিং চার্টার্ড সেক্রেটারী জনাব এস. আব্দুর রশিদ এফসিএস-কে বিদ্যমান শর্তাবলী/ফি-তে পুন:নিয়োগের অনুমোদন করার প্রস্তাব করেন।	অনলাইনে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটের অধিকাংশ ভোট পক্ষে থাকায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অনুযায়ী মেসার্স এস.এ.রশিদ এন্ড এসোসিয়েটস-এর প্র্যাকটিশিং চার্টার্ড সেক্রেটারী জনাব এস. আব্দুর রশিদ এফসিএস-কে বিদ্যমান শর্তাবলী/ফি-তে ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য নিয়োগের নিমিত্ত উত্থাপিত প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৭- ২০১৯-২০ অর্থ বছরের লভ্যাংশ ঘোষণা ও অনুমোদন :-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সংস্থার সচিব বলেন, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪১.৪৭ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। এ প্রেক্ষিতে, গত ১০-১১-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের ৩০৬তম সভায় উক্ত মুনাফার উপর ভিত্তি করে প্রতি ১০/-(দশ) টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের জন্য সরকারসহ সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০% হারে নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ/ প্রস্তাব করা হয়। তিনি প্রস্তাবটি বার্ষিক সাধারণ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন।	অনলাইনে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটের অধিকাংশ ভোট পক্ষে থাকায় বিএসসির ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সরকারসহ সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রতিটি ১০/-(দশ) টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের জন্য ১০% হারে নগদ লভ্যাংশ (ক্যাশ ডিভিডেন্ড) প্রদানের প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৮ : আরপিও এর মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল খরচের সময়সীমা ৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার অনুমোদন :

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আরপিও এর মাধ্যমে শেয়ার বাজার হতে ৩১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে সংগ্রহ করা হয়। উক্ত আরপিও'র অর্থ হতে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন মোতাবেক ব্যয়ের পর বর্তমানে ২২০ কোটি ২৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭০ টাকা অবশিষ্ট আছে। উক্ত অর্থ ভবিষ্যতে জাহাজ অর্জন ও এ সংশ্লিষ্ট খাতের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের সময়সীমা আগামী ৩০শে জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সভায় উত্থাপন করা হয়।	অনলাইনে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটের অধিকাংশ ভোট পক্ষে থাকায় আরপিও খাতে অব্যবহৃত ২২০ কোটি ২৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭০ টাকা হতে ভবিষ্যতে জাহাজ অর্জন ও এ সংশ্লিষ্ট খাতের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের সময়সীমা আগামী ৩০শে জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্যসূচী সমূহ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের পর সভার সভাপতি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মহোদয় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে বলেন:-

''সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ বিএসসির উপর আস্থা রাখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আপনাদের বক্তব্যে আমি উৎসাহিত হয়েছি। বিএসসির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিক ও বিস্তারিতভাবে উন্মুক্ত করা হয়েছে। আপনারা হলেন বিএসসির মালিক, বিএসসির প্রাণ, আমরা হলাম কেয়ারটেকার। আপনাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ সবসময় সচেষ্ট রয়েছেন। যদিও

তাঁরা সরকার কর্তৃক মনোনীত তবুও তাঁরা আপনাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে মতামত প্রকাশ করে থাকেন। বিএসসিতে শেয়ারহোল্ডারদের যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। শেয়ার বাজার নিয়ে অনেকেরই নেতিবাচক ধারণা আছে। কিন্তু বিএসসির ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। বিএসসি এগিয়ে যাচ্ছে। ঋণ থাকার পরও বিএসসি লভ্যাংশ প্রদান করছে। বিএসসির প্রতি আপনাদের প্রত্যাশা অনেক। এ প্রত্যাশা পূরনের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। চীন থেকে ৬টি জাহাজ বিএসসির বহরে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া, আরো জাহাজ সংগ্রহ করা হবে। অতীতে আপনাদের দাবীর কথা কোন সরকার শুনে নাই, কিন্তু বর্তমান সরকার আপনাদের দাবী পূরণে স্বোচ্চার। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দক্ষ জনবলের বিকল্প নেই বিধায় বিএসসিতে আমরা দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করেছি। বিএসসির পরিচালনা ব্যয় কমানোর ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট। জনগণের দাবী পূরণে বর্তমান সরকার উন্নয়নের যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সকল বাধা অতিক্রম করে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন বিধায় এ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। তাই সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করার অনুরোধ করছি।"

পরিশেষে জাতীয় পতাকাবাহী একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম.পি.)
প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।